ত্রয়োদশ অধ্যায়

এ পি জে আব্দুল কালাম
(১৯৩১-২০১৫)

এক ঝলকে ঃ

সংক্ষিপ্ত জীবনী; রচিত পুস্তকাবলি; প্রাপ্ত সম্মান; ধর্মচিন্তা; শিক্ষাচিন্তা; শিক্ষার লক্ষ্য; পাঠক্রম; শিক্ষাদান পদ্ধতি; শিক্ষক; শিক্ষার্থী; কালাম ও শৃঙ্খলা; মন্তব্য।

*** সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ**

এ পি জে আব্দুল কালামের পুরো নাম হলো আভুল পাকির জয়নুলাবদিন আব্দুল কালাম। তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। কালাম ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে Madras Institute of Technology থেকে Aeronautical Engineering-এ ডিগ্রি লাভ করেন এবং ভারত সরকারের Defence Research and Development Organisation (DRDO)-এ যোগদান করেন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ISRO)-তে SLV-III, Project-এর Director হিসেবে কাজ করতে থাকেন। SLV-III ছিল ভারতের তৈরি প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ নিক্ষেপকারী যন্ত্র (Satellite Launch Vehicle)। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে কালাম আবার DRDO-তে যোগদান করেন এবং সেইসময় তিনি বেশ কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র (Missile) সফলভাবে তৈরি ও উৎক্ষেপণ করেন। এর ফলশ্রুতি হিসাবে তিনি ক্ষেপণাস্ত্র মানব (Missile Man) হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৮৯ সালে তাঁর প্রচেষ্টায় ভারত প্রথমবারের জন্য সফলভাবে অগ্নি ক্ষেপণাস্ত্রের উৎক্ষেপণ করতে পারে। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কালাম ছিলেন ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের উপদেষ্টা। ১৯৯৯-২০০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারত সরকারের মুখ্য বিজ্ঞান উপদেষ্টার দায়িত্ব সামলান। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার সফলভাবে পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়, যা তাঁকে জাতীয় বীর (National Hero) হিসেবে উন্নীত করে। ওই বছরই তিনি দেশের বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নতির জন্য পরিকল্পনা করেন, যা 'Technology Vision 2020' নামে পরিচিত। তাঁর মতে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে

Scanned with OKEN Scanner

ভারত ২০ বছরের মধ্যে কম উন্নত দেশ থেকে উন্নত দেশ হিসেবে পৃথিবীতে চিহ্নিত হতে পারবে। তাঁর এই পরিকল্পনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে কৃষি, অর্থনীতি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ব্যবস্থা—সবকিছুর উন্নতি ধরা হয়েছিল। ২০০২ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন শাসক দল জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা বা National Democratic Alliance (NDA) তাঁকে একাদশ রাষ্ট্রপতি হিসেবে মনোনীত করলে তিনি ২০০২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ শেষ হলে, তিনি ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের জন্য বক্তব্য পেশ করতে থাকেন। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুলাই শিলং-এর Indian Institute of Management-এ যখন তিনি বক্তব্য রাখছিলেন তখনই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন।

*** রচিত পুস্তকাবলি ঃ**

Wings of Fire (1999), India 2020 (1998), Ignited Minds (2002), Turning Points (2012), My Journey (2013), You are Born to Blossom (2008), Indomitable Spirit (2006), Transcendence : My Spiritual Experiences with Pramukh Swamiji (2015)।

*** প্রাপ্ত সম্মান ঃ**

এ পি জে কালাম যেসব সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন সেগুলি হলো— পদ্মভূষণ (১৯৮১), পদ্মবিভূষণ (১৯৯০), ভারতরত্ন (১৯৯৭), ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটি কর্তৃক ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে কিং চার্লস-II মেডেল, রামানুজন পুরস্কার (২০০০), বীর সাভারকর পুরস্কার (১৯৯৮) ইত্যাদি।

*** ধর্মচিন্তা ঃ**

কালামের জীবনে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব দেখা যায়। তিনি জন্মসূত্রে ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং মুসলিম নিয়মকানুন মেনে চলতেন। যেমন তিনি দৈনিক নামাজ পড়তেন এবং রমজান মাসে রোজা (উপবাস) রাখতেন। তাঁর পিতা রামেশ্বরমের একটি মসজিদের ইমাম ছিলেন। তিনি পুত্র কালামকে মুসলিম বিধিনিষেধ রপ্ত ও অনুশীলন করতে সাহায্য করেন। সেইসঙ্গে তিনি পুত্রকে অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবার শিক্ষাও দেন। কালাম এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে, তাঁদের বাড়িতে চায়ের আসরে তাঁর পিতার সাথে স্থানীয় রামনাথস্বামী হিন্দু মন্দিরের পূজারী এবং গির্জার এক যাজক উপস্থিত হতেন। এই তিনজন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। ছোটো থেকেই এই ধরনের ঘটনার সাক্ষী থাকার ফলে কালামের মধ্যেও অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা যেমন জাগ্রত হয়েছিল, তেমনি বিবিধের মাঝে ভারতের ঐক্যের মূল সূত্র

Scanned with OKEN Scanner

বুঝতে সুবিধা হয়েছিল। তিনি এক জায়গায় বলেছেন, "For great men, religion is a way of making friends; small people make religion a fighting tool"। অর্থাৎ "মহান ব্যক্তিদের কাছে ধর্ম হলো বন্ধু জোগাড় করার উপায়, ছোটো মানুষের কাছে ধর্ম হলো হানাহানির উপকরণ"।

*** শিক্ষাচিন্তা ঃ**

কালামের মতে শিক্ষা হলো জ্ঞান ও ঔজ্জ্বল্যকরণের মাধ্যমে একটি বিরামহীন যাত্রা। তাঁর মতে শিক্ষাব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যা আমাদের শিক্ষার্থীদের মুখে হাসি ফোটাতে পারবে। তিনি আরও লিখেছেন, "Education must build character and inculcate human values in student"। অর্থাৎ "শিক্ষা অবশ্যই চরিত্র গঠন করবে এবং মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে"।

*** এ পি জে আব্দুল কালামের চিন্তা (Educational Thoughts of A.P.J. Abdul Kalam) ঃ**

ড. কালাম ছিলেন মূলতঃ একজন বৈজ্ঞানিক, স্বভাবতই তাঁর শিক্ষাচিন্তায় আধুনিকতা ও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন দেখা যায়। এইজন্য তিনি বলেছেন, "বিদ্যা হল এমন একটি অস্ত্র যা ধ্বংসের বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল থাকে। এটি হল অন্তরের আত্মার শক্তি, যা শত্রুরা কেড়ে নিতে পারে না।" অর্থাৎ তিনি শিক্ষাকে যথেষ্ট গুরুত্ব ও মর্যাদা দিয়েছেন। আবার নিজেদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য তিনি নিয়মিত বিদ্যাচর্চাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অনুরূপে অভিজ্ঞতা থেকেও অনেক কিছু শেখা যায়, জানা যায় বলে তিনি মনে করতেন। শিক্ষকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহচর্য লাভ করেও মানুষ শিখতে পারে। এমন কি শ্রমিক, কৃষকের সংস্পর্শে আসতে পারলে, মানুষ নিজেকে সমৃদ্ধতর করতে পারে। তিনি নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেছেন। শিক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "শিক্ষা আমাদের জীবনকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। আমাদের কার্যধারাকে পরিণত করে তোলে। আমাদের পরম্পরা ও ইতিহাস, শ্লোক ও পুরান কথা, আমাদের ঐতিহ্য—সবকিছু নিয়ে আমাদের চেতনা সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে। এভাবেই আমরা আমাদের শিক্ষাকে সর্বব্যাপী করে তুলেছি, গ্রন্থাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়কে করেছি শিক্ষার আধার।"

*** শিক্ষার লক্ষ্য ঃ**

কালামের মতে শিক্ষার নিম্নলিখিত লক্ষ্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ—

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা, যাতে তারা ভবিষ্যতে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।

Scanned with OKEN Scanner

• স্বাস্থ্যকর জাতি গঠনের জন্য নাগরিকদের আলোকিত করা এবং ক্ষমতা প্রদান করা।

• শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনে সাহায্য করা।

• শিক্ষার্থীদের মানবিক মূল্যবোধের বিকাশসাধন করা।

• সৃজনশীলতার বিকাশে উৎসাহ প্রদান করা।

• শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করা।

• শিক্ষার্থীদের আত্মিক ভিত্তি (Spiritual Foundation) গড়ে তুলতে সাহায্য করা।

*** পাঠক্রম ঃ**

কালাম আধুনিক পাঠক্রম প্রবর্তনের সমর্থক ছিলেন। তাঁর মতে পাঠক্রমে থাকবে ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, প্রযুক্তি, ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃতি, ধর্মতত্ত্ব, মূল্যবোধের শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়। তাছাড়া পাঠক্রমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের কথা কালাম বলেছেন।

*** শিক্ষাদান পদ্ধতি ঃ**

কালামের প্রস্তাবিত শিক্ষাদান পদ্ধতির মূল বক্তব্য হলো নিম্নরূপ—

• শিক্ষনীয় বিষয়কে সহজসরল করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে, কালাম নিজেও সহজসরল করে বক্তব্য রাখতেন।

• বিজ্ঞানের জটিল বিষয়কে সহজ করে উপস্থাপন করতে হবে।

• কঠিন বিষয়কে সরল করে শিক্ষাদান করতে হবে।

• জ্ঞাত বিষয় থেকে অজ্ঞাত বিষয়ের দিকে শিক্ষাদান করতে হবে।

*** শিক্ষক ঃ**

কালাম মনে করতেন যে, শিক্ষকের অন্যতম প্রধান কাজ হলো শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠনে সাহায্য করা। সেইসঙ্গে শিক্ষার্থীর মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলাও শিক্ষকের কাজ। তাছাড়া শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবেন। শিক্ষার্থীর মধ্যে সুপ্ত থাকা সৃজনশীল গুণাবলির বিকাশসাধনেও শিক্ষক সচেষ্ট থাকবেন। শিক্ষক সর্বদা নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন। শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে সমান দৃষ্টিতে দেখবেন। শিক্ষক তার চিন্তাভাবনা ও আদর্শ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। শিক্ষিক নিজে চরিত্রবান হবেন।

Scanned with OKEN Scanner

*** শিক্ষার্থী ঃ**

শিক্ষার্থী কেমন হবে সে ব্যাপারে কালাম সাহেব তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন, শিক্ষার্থী কখনও সমস্যাকে বড় করে দেখবে না, পরিবর্তে তার সমাধান করার চেষ্টা করবে এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। শিক্ষার্থী বিশ্বাস করবে যে তার মধ্যে অসীম শক্তি ও সম্ভাবনা আছে যেগুলির বিকাশসাধন সম্ভব। শিক্ষার্থী সর্বদা জ্ঞানলাভের চেষ্টা করবে এবং নিজের লক্ষ্য পূরণ করার জন্য পর্যাপ্ত পরিশ্রম করবে।

*** কালাম ও শৃঙ্খলা ঃ**

শিক্ষার্থীরা যাতে সংস্কৃতিবান হয়, শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়। কালাম সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন। শিক্ষার্থীরা অবশ্যই কর্তব্যপরায়ণ হবে এবং তাদের মধ্যে ধর্মীয় গুণাবলি যথেষ্ট পরিমাণে থাকবে। তবে কালাম শৃঙ্খলার নামে অনুশাসন বা আরোপিত শৃঙ্খলাকে খুব একটা গুরুত্ব দেননি।

*** মন্তব্য (Comment) ঃ**

কালাম মূলত একজন বিজ্ঞানী ছিলেন। স্বভাবতই তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু কালামের দর্শনচিন্তা ছিল যথেষ্ট উন্নতমানের, যেখানে সংকীর্ণতা ও বৈষম্যের কোনো স্থান ছিল না। এইজন্য কালাম শিক্ষার বিভিন্ন দিকের উপর কমবেশি মন্তব্য করেছেন যেগুলি আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। কালামের বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, ধর্ম ও শিক্ষা সম্পর্কে আধুনিক চিন্তাধারা বর্তমান প্রজন্মকে যে নতুন দিশার সন্ধান দিয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রশ্নাবলি

❖ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি ঃ

১. এ পি জে কালামের লেখা কয়েকটি পুস্তকের নাম কর।
২. কালামের প্রাপ্ত কয়েকটি সম্মান উল্লেখ কর।
৩. ধর্ম সম্পর্কে কালামের অভিমত ব্যক্ত কর।
৪. কালামের মতে শিক্ষা কী?
৫. কালামের মতে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্যগুলি কি কি?
৬. কালাম তাঁর প্রস্তাবিত পাঠক্রমে কোন কোন বিষয় রাখার কথা বলেছেন?
৭. কালাম শিক্ষাদান পদ্ধতি হিসাবে কি বলতে চেয়েছেন?

Scanned with OKEN Scanner